দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...

সাক্ষরতা শিক্ষার শেষ কথা নয়

মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে এটা মানুষের একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান অর্জন করা আর অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোর সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার শিক্ষা। প্রশ্ন হলো, এই জোরালো হাতিয়ারকে আমরা কতটুকু জোরালো বা শাণিত করতে পেরেছি। দার্শনিক ডিউই (Dewey)-র মতে, শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার সেই পুনর্গঠন যা অভিজ্ঞতার অর্থ বৃদ্ধি করে। আবার 'Education' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে উদ্ভূত। 'Educare'-এর অর্থ to bring up, to rear ডারউইন পন্থীদের মতে, শিক্ষা হলো সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তি ও জাতি জীবনযুদ্ধের জন্য যোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়। মানবতাবাদী শিক্ষার প্রকৃতি মুখ্যত বুদ্ধির চর্চার ব্যবস্থা এবং তার বিকাশের ধারা বজায় রাখা। আবার বস্তুবাদীদের শিক্ষার লক্ষ্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করা। আসলে শিক্ষার যাবতীয় দিক শিক্ষণীয় যে যেভাবেই বিধৃত করুক না কেন। অতীতে মানুষকে উন্নয়নের মূল শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। সত্তরের দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে প্রথাগত চিন্তা-ভাবনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। যাদের জন্য উন্নয়ন তারা নিজেরা পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজ উদ্যোগে যে পরিবর্তনের সূচনা করে তাকেই প্রকৃত উন্নয়ন বলে বিবেচনা করা হয়। এই ধারা অনুযায়ী সচেতন হওয়ার মূল প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষা। এই তত্ত্ব প্রণেতাদের মধ্যে অগ্রণী হচ্ছেন ব্রাজিলের দার্শনিক পাওলো ফ্রেইরি।

মানব জীবনে কত কি প্রয়োজন তার তালিকা তৈরী করে শেষ করা যাবে না। কারণ দিন দিন জীবন- জীবিকার তাগিদে মানুষের প্রয়োজনের তালিকা শুধু বেড়েই চলেছে। জীবনকে স্বচ্ছন্দময় করতে, উপভোগ্য করতে কে না চায়? কিন্তু সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে, উপভোগ করতে যা অনিবার্য তা কয়জনের জোটে? তবুও মানুষের চেষ্টা নিরন্তর। এই নিরন্তর চেষ্টারই ফসল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত জীবন যাপন প্রণালী, জীবনযাপনের উন্নত সব উপকরণ। নৌযান, মোটরযান থেকে শুরু করে দালান, ইমারত, উড়োজাহাজ, বেতার যন্ত্র, টেলিভিশন, ছাপাখানা, অডিও, ভিডিও, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলেক্স, কম্পিউটার, ই-মেইল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট উপগ্রহ ভূকেন্দ্র, হাজারো কলকারখানা, হাজারো প্রযুক্তি আরও কতকি! মানুষের আবিষ্কারের শেষ নেই, গবেষণার অন্ত নেই, চাহিদা অফুরন্ত। এসবের জন্য চাই শিক্ষা। খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন অর্থাৎ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে যে বিষয়টা প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বলে বিবেচিত হচ্ছে তা হলো শিক্ষা তাই আরও এক ধাপ এগিয়ে বলতে আজ বাধ্য তার আগে চাই শিক্ষা।

> *দিন দিন জীবন- জীবিকার তাগিদে মানুষের প্রয়োজনের তালিকা শুধু বেড়েই চলেছে। জীবনকে স্বচ্ছন্দময় করতে, উপভোগ্য করতে কে না চায়? কিন্তু সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে, উপভোগ করতে যা অনিবার্য তা কয়জনের জোটে? তবুও মানুষের চেষ্টা নিরন্তর। এই নিরন্তর চেষ্টারই ফসল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত জীবন যাপন প্রণালী, জীবনযাপনের উন্নত সব উপকরণ। নৌযান, মোটরযান থেকে শুরু করে দালান, ইমারত, উড়োজাহাজ, বেতার যন্ত্র, টেলিভিশন, ছাপাখানা, অডিও, ভিডিও, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলেক্স, কম্পিউটার, ই-মেইল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট উপগ্রহ ভূকেন্দ্র, হাজারো কলকারখানা, হাজারো প্রযুক্তি আরও কতকি!*

Small is Beautiful বইতে E.F. Schumacher বলেছেন, "[Economic] development does not start with goods; it starts with people and their education, organization and discipline. Without these three, all resources remain latent, untapped, potential." এই নির্দেশনা তো আছেই। তবুও আমরা পিছিয়ে- অনেক পিছিয়ে।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার পাশাপাশি শিক্ষা মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশ শিক্ষার দিক থেকে বেশ পিছিয়ে পড়া দেশ। এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা দ্রুত কাটিয়ে উঠা দরকার। যে কোন দেশেই সার্বিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন। মানব সম্পদ উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই উপলব্ধি থেকেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরপরই স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিশন একটি সুচিন্তিত মতামতও প্রকাশ করে কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নতুনভাবে প্রণীত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করলেও দীর্ঘ দুই বছরেও তা মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভে সক্ষম হয়নি। ফলে একবিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসেও দেশ পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ছাড়াই চলছে।

"স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক একটি দেশে কার্যতঃ কোন শিক্ষানীতি নেই, এটা আধুনিক বিশ্বে বলতে গেলে একটি কল্পনাতীত ব্যাপার। অথচ, সুষ্ঠু বিজ্ঞান ভিত্তিক সহজলভ্য, সার্বজনীন ও গণতান্ত্রিক একটি শিক্ষানীতির জন্য এদেশের বীর ছাত্র সমাজ '৬২ তে এই সেপ্টেম্বরেই রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, ছাত্র সমাজ এদেশে পরাধীন আমলেই একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং সে আন্দোলনে রাজপথে যারা রক্ত দিয়েছে তারা ...

নাম, ঠিকানা, সহজ বাক্য, পোস্টার, সাইনবোর্ড -এর ভাষা, পত্রিকা ইত্যাদি।

লিখতে পারবেন- নাম, ঠিকানা, সহজ বাক্য, সাধারণ পত্র, আবেদনপত্র ইত্যাদি।

হিসাব করতে পারবেন-১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ-বিয়োগ গুণ, ভাগ, ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান

খ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে-

প্রত্যেকটি পরিবার স্বাবলম্বিতা অর্জন করবে।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিবারের উন্নয়ন সূচনা হবে।

মানব সম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

সাক্ষরতা ও শিক্ষা দু'টো পৃথক ধারণা হলেও একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু সাক্ষরতার ন্যূনতম জ্ঞান নিয়ে মানুষ শিক্ষিত হতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে সাক্ষরতার চাইতে অনেক বেশী অর্জনের সুযোগ দেয়। এক কথায় চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটায়, কর্মদক্ষতা বাড়ায়, মনো জগতে বিকশিত আলোর বিচ্ছুরণ বহির্জগৎ আলোকিত করে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তিন স্তর ভিত্তিক যথা-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা। ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ৬ বছর বয়সের শিশুদের নিয়ে শুরু হয়। কিছু কিছু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্য প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষা আবার তিনটি উপস্তরে বিভক্ত; নিম্ন মাধ্যমিক (গ্রেড ৬-৮); মাধ্যমিক (গ্রেড ৯-১০) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (গ্রেড-১১-১২)।

১৯৯৭-২০০২ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীতে সরকার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে নিম্নরূপ লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্টঃ

২০০২ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর হার ৯৫% এ উন্নীতকরণ।

২০০২ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাচক্র সমাপনকারীর হার ৯০% এ উন্নীতকরণ।

শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের পদ্ধতিগত উন্নয়ন সাধন।

শিক্ষাক্রমের শিক্ষা উপকরণ ও শিখন-শিক্ষণ সামগ্রীর উন্নতি বিধান।

কার্যকর শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়ন।

স্কুল ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা তথ্য শক্তিশালী করার ব্যবস্থাপনা,

প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন জোরদার করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন।

সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার নিরিখে অর্জিত সাহায্যে ও মূল্যায়ন।

জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা করে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো উন্নত ও নবরূপায়ন দান করা যায় কিনা তার ব্যবস্থা নেয়া।

পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান ও

প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধকে চাঙ্গা করা।

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে (গ্রেড-১২ থেকে)। যেমন-২ বছরের সাধারণ ডিগ্রী-(বিএ, বিকম, বিএসসি)। কলা,বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে তিন বছরের বিশেষ ডিগ্রী (অনার্স কোর্স বা সম্মান); চিকিৎসা প্রকৌশল ও কৃষি শাস্ত্রে ৪-৫ বছরের পেশাভিত্তিক ডিগ্রী। মাষ্টার্স ডিগ্রী (মেয়াদ ১-২ বছর, পূর্বের অর্জিত শিক্ষা সাপেক্ষে); এম ফিল ও পিএইচডি (এম ফিল-এর জন্য-২ বছর, পিএইচডি'র জন্য ৩ বছর) এর বাইরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে যা তিনস্তরবিশিষ্ট সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী কোর্স। এ ছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন ক) ১ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্স (পুরুষদের জন্য গ্রেড-১২এর পরে, মহিলাদের জন্য গ্রেড-১০ এর পরে); খ) একবছর মেয়াদী ব্যাচেলর ইন এডুকেশন কোর্স (ডিগ্রী কোর্সের পর) এবং গ) একবছর মেয়াদী মাষ্টার ইন এডুকেশন কোর্স (ব্যাচেলর ইন এডুকেশন কোর্সের পর)।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল একটি সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে' তা হলো মাদ্রাসা শিক্ষা (ধর্মীয় শিক্ষা)। প্রচলিত এ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাকাল ১৬ বছরের (৫ বছর এবতেদায়ী, ৫ বছর দাখিল, ২ বছর আলীম, ২ বছর ফাজিল এবং ২ বছর কামিল)। এতকিছুর পরও আমরা কি বলতে পারি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত? সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে আসল প্রতিবন্ধকতাটা কোথায়? স্কুল উপযোগী সবাইকে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে না পারা, না অকালে ঝরে পড়া? ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এক বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৫৮%। এছাড়াও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাতটি জেলা সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা সাতটি হলো ...